হাইকোর্ট বিভাগ
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

বিষয়ঃ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার অন-লাইন ভার্সনে বিচার বিভাগ ও বিচার বিভাগীয় কর্মকতাদের হেয় প্রতিপন্ন করে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ সংক্রান্ত।

দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার বিগত ২৩/০৩/২০১৭ খ্রি. তারিখের অন-লাইন ভার্সনে ''ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে নারী ম্যাজিস্ট্রেটকে ধর্ষণের অভিযোগ'' শিরোনামে সংবাদ প্রচারিত হয়। উক্ত সংবাদে নারায়ণগঞ্জের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোজাফফ্‌র হোসেন আরেক নারী জুডিসিয়াল ম্যজিস্ট্রেট নিলুফার ইয়াসমিন-কে খাস কামরায় ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেন মর্মে উল্লেখ করা হয়। প্রচারিত উক্ত সংবাদ সর্বৈব মিথ্যা, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বানোয়াট হওয়ায় এর একমাত্র উদ্দেশ্য বিচারক তথা বিচার বিভাগকে হেয় প্রতিপন্ন করা মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে নারায়ণগঞ্জে মোজাফফ্‌র হোসেন বা নিলুফার ইয়াসমিন নামীয় কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্মরত নাই ও কখনো ছিলেন না এবং প্রচারিত সংবাদে উল্লেখিত কোনো ঘটনা বাস্তবে কখনো ঘটে নাই। প্রকৃতপক্ষে বর্ণিত সংবাদে উল্লেখিত মোজাফফ্‌র হোসেন ও নিলুফার ইয়াসমিন নারায়ণগঞ্জ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কর্মরত কর্মচারী ছিলেন এবং কতিপয় অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার প্রেক্ষিতে কর্মস্থল পরিবর্তনসহ তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

০২। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার অল লাইন ভার্সনে প্রচারিত উপরোল্লিখিত মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদটি যুগান্তর পত্রিকা হতে কপি করে অন্যান্য কয়েকটি অন-লাইন নিউজ পোর্টালে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক তৎক্ষণাৎ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই মিথ্যা সংবাদটি শেয়ার করা হয় এবং বর্তমানেও তা' অব্যাহত রেখে বিচারক তথা বিচার বিভাগ সম্পর্কে দেশবাসীর নিকট ভুল বার্তা পৌছে দেওয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে।

০৩। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার অন-লাইন ভার্সনে প্রচারিত সংবাদটি যথাযথ তথ্যভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ না হওয়ায় এর দ্বারা বিচারক তথা বিচার বিভাগ সম্পর্কে জনমানসে বিরূপ ধারণা সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার মত বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে প্রচারিত সংবাদ সকল ক্ষেত্রে ও সকল অবস্থায় যথাযথ তথ্যনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ হবে এটাই প্রত্যাশিত। এক্ষেত্রে, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার ২৩/০৩/২০১৭ খ্রি. তারিখের অন-লাইন ভার্সনে বর্ণিত শিরোনামে প্রচারিত সংবাদ মিথ্যা এবং যথাযথ তথ্যনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ না হওয়ায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রশাসন উক্ত সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। একই সাথে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রশাসন প্রত্যাশা করে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার অন-লাইন ভার্সনে এ প্রতিবাদলিপিটি ইতোপূর্বে প্রচারিত সংবাদের ন্যায় সমগুরুত্ব সহকারে প্রচারসহ পাঠকদের নিকট প্রকৃত বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে।

০৪। সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি অফিস এই মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করে যে, ভবিষ্যতে বিচারক তথা বিচার বিভাগ সম্পর্কে সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে দৈনিক যুগান্তরের অন-লাইন ভার্সন আরো বস্তুনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে।

২৭।০৩।১৭

(আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন)
রেজিস্ট্রার
ফোনঃ ০২-৯৫১৪৬৪৬ (অঃ)

সম্পাদক
দৈনিক যুগান্তর
ক-২৪৪ প্রগতি সরণি
কুড়িল, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।